বিপজ্জনক জাহাজ ভাঙা শিল্পে চাই আইনের প্রয়োগ

বার্তাপত্র

সেপ্টেম্বর, ২০১৫

সূত্র: ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

DANGER
ASBESTOS
CANCER AND LUNG DISEASE
HAZARD
AUTHORIZED PERSONNEL ONLY

Source: USEPA[1]

প্রারম্ভ

ষাটের দশকে বিশ্বের উন্নত দেশসমূহে (বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানী এবং ইতালী) জাহাজ ভাঙাকে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বর্জ্যের বিষক্রিয়া এড়াতে উন্নত এ দেশসমূহ তাই তাদের মালিকানাধীন জাহাজগুলো নিজেদের দেশে না ভাঙার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু প্রতিবছর উন্নত বিশ্বের প্রায় ৪৫ হাজার সমুদ্রগামী জাহাজের মধ্যে ৭০০টি জাহাজ ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়ে যেগুলো ভেঙে প্রচুর মুনাফা অর্জন করা সম্ভব[২]। অধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে উন্নত দেশগুলো তাই পরিত্যক্ত জাহাজগুলো ভারত, চীন, পাকিস্তান, তাইওয়ান, ভিয়েতনাম ও বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল ও কম উন্নত দেশগুলোতে পাঠাতে শুরু করে যেখানে শ্রমমূল্য, শ্রমিক স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার মান অত্যন্ত দুর্বল। বাংলাদেশে জাহাজ ভাঙা কার্যক্রম শুরু হয় ষাটের দশকে। ১৯৬০ সালে প্রচণ্ড ঘুর্ণিঝড়ে "এমডি আলপিন" নামক একটি গ্রীক জাহাজ সীতাকুণ্ড সমুদ্র সৈকতে এসে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকার পর চট্টগ্রাম স্টিল হাউজ জাহাজটি ভেঙে লোহা সংগ্রহ করে। পরবর্তীতে ১৯৭৪ সালে কর্ণফুলী মেটাল ওয়ার্কস লি: কর্তৃক যুদ্ধ বিধ্বস্ত পাকিস্তানি জাহাজ "আল আব্বাস" ভাঙার মধ্যে দিয়ে বাণিজ্যিকভাবে জাহাজ ভাঙার সূচনা হয় বাংলাদেশে।

বাংলাদেশে জাহাজ ভাঙা: ভয়ঙ্কর ঝুঁকিতে পরিবেশ

আশির দশকে এ কার্যক্রম বাংলাদেশে ব্যাপক প্রসার লাভ করে। বর্তমানে চট্টগ্রাম জেলাধীন সীতাকুণ্ড উপজেলার ভাটিয়ারি নামক স্থান থেকে বড় আউলিয়া পর্যন্ত প্রায় ৩৮ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ১০০টিরও অধিক ইয়ার্ডে জাহাজভাঙা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০০৪-২০০৯ সালের মধ্যে বাংলাদেশ কোনরূপ পরিবেশগত ও স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা ব্যতিরেকে জাহাজ ভাঙার কাজে শীর্ষে অবস্থান নেয়। ২০১২ সালে প্রায় ২৭০টি জাহাজ ভেঙে বিশ্বে দ্বিতীয় এবং ২০১৩ সালে ২১০টি জাহাজ ভেঙে তৃতীয় সর্বোচ্চ জাহাজ ভাঙা জাতিতে পরিগণিত হয়[৩]। ২০১৪ সালে বাংলাদেশ ২২২টি জাহাজ ভাঙে।

বিশ্ব ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে[৪] জাহাজ ভাঙার ফলে আমাদের উপকূলীয় মাটি দূষণের চিত্রে প্রতিকিলোগ্রাম মাটিতে ০.৬ - ২.২ মিলিগ্রাম ক্যাডমিয়াম, ২.৪২ - ২২.১২ মিলিগ্রাম ক্রোমিয়াম, ১১.৩ - ১৯৭.৭ মিলিগ্রাম লেড, ০.০৭৮ - ০.১৫৮ মিলিগ্রাম মারকারী এবং ৪৮৫ - ৪,৪৩০ মিলিগ্রাম তেল-এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। বিশ্ব ব্যাংকের

১ United States Environmental Protection Agency

২ http://www.shipbreakingbd.info/overview.html

৩ *www.**shipbreakingbd**.info/overview.html*

৪ Ship Breaking and Recycling Industry in Bangladesh and Pakistan, December 2010 (The World Bank)